দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 APR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শেরেবাংলা কৃষি ভার্সিটির আবাসিক হল প্রোভোস্টদের নিয়ন্ত্রণে নেই

রুম দখলকে কেন্দ্র করে প্রায়ই ছাত্র সংঘর্ষ

॥ রফিকুল ইসলাম, শেকৃবি সংবাদদাতা ॥

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে রুম বরাদ্দ, বরাদ্দকৃত রুমে ছাত্র উঠানো কিংবা নামানোর ক্ষেত্রে হল প্রোভোস্টদের নিয়ন্ত্রণ নেই। পর্যাপ্ত সিট থাকা সত্ত্বেও হলগুলোতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে। একই সাথে অব্যবস্থাপনার কারণে ফাঁকা পড়ে আছে কিছু রুম।

নতুন ছাত্রদের রুমে উঠানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের গ্রুপগুলো সক্রিয় রয়েছে। একই সিটে একাধিক গ্রুপের দখল নেয়াকে কেন্দ্র করে প্রায়ই ছাত্র সংঘর্ষ দেখা দেয়। গত ১৮ এপ্রিল শেরেবাংলা হলের একটি সিট দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের 'ময়মনসিংহ গ্রুপ' ও ছাত্রদলের 'কুমিল্লা গ্রুপের' মধ্যে সংঘর্ষে দুইজন আহত এবং শেরেবাংলা হল ও সিরাজ-উদ-দৌলা হলের মোট ছয়টি রুম ভাংচুর হয়। হলগুলোতে যেসব একক রুম রয়েছে তাতে মূলত প্রথম সারির ফলাফলধারী ছাত্র, খেলোয়াড়, ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দের থাকার কথা থাকলেও তাতে থাকছে একটি রাজনৈতিক দলের ক্যাডার, এমনকি চুরি, ছিনতাই, ভাংচুর, অপহরণের দায়ে হল থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রদের দখলেও এসব রুম রয়েছে।

কিছু রুমের সিটে টাকার বিনিময়ে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের বসবাস করার নজির রয়েছে। রাত ১১টার পর এসব বহিরাগত হলে প্রবেশ শুরু করে এবং সকালে নিজ কর্মক্ষেত্রে চলে যায়। এছাড়া ডাইনিং হল ও ক্যান্টিনের মালামাল ভাংচুর, বয়েদের মারধরের ঘটনার অভিযোগ করার পরও অপরাধীদের শাস্তি বা শো-কজ করার নজির নেই। ছেলেদের রুমে মেয়েদের আপত্তিকর সময়ে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রেও প্রোভোস্ট বা সংশ্লিষ্ট কারও নজর নেই। অনাবাসিক ছাত্ররা হলচার্জ না দিয়ে অবৈধভাবে হলের সিট দখল করে সিট সংকট তৈরি করছে। প্রোভোস্টদের এসব বিষয়ে অবগত করা হলেও বাস্তবে কোন পদক্ষেপ তারা নেননি।

শেকৃবি'র হলগুলোতে ছাত্র সংখ্যার তুলনায় সিট সংকট হওয়ার কথা নয়। তবু ৩টিকয়েক ছাত্রের লোভী মানসিকতা আর দলাদলির কারণে হলগুলোতে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।